১. মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

মনোযোগ বলতে বোঝায় এমন প্রকার মানুষ ক্রিয়া যার ফলে চেতনার ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে চেতনা একটি বিশেষ বিষয়ক কেন্দ্রীভূত হয়। মনোযোগের বৈশিষ্ট্য গুলি হল:-

(i) মনোযোগ এক সার্বভৌম মানসক্রিয়া। এমন কোন মানসবৃত্তির উল্লেখ করা যায় না, যাতে মনোযোগ নেই। কি বাহ্য বিষয়, কি মানসিক বিষয়- সকল কিছুর অবগতির ক্ষেত্রে মনোযোগরূপ মানসক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

(ii) মনোযোগ সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। মনোযোগের কোন না কোন লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। সন্ধানী আলোকের (search light) দ্বারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বস্তু অলোকিত হয়, মনোযোগের দ্বারাও তেমনি জ্ঞেয়বস্তুটির অস্পষ্টতা দুরীভূত হয়ে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়।

(iii) মনোযোগ চেতনার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। চেতনা সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে থাকে বা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। মনোযোগের দ্বারা যখন সে-সব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে মনকে নিবন্ধ করা হয়, তখন কেবল সেই বিষয়টিতে চেতনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং অপরাপর বিষয় চেতনা- কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করে। এইভাবে মনোযোগের ফলে, চেতনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়।

(iv) মনোযোগ নির্বাচনধর্মী। চেতনার ক্ষেত্রের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটিকে নির্বাচন বা গ্রহণ করা এবং অন্যান্যগুলিকে বর্জন করাই মনোযোগের ধর্ম। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার অর্থ অপরাপর বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া। কাজেই দুটি সুস্পষ্ট দিক আছে- সদর্থক ও নঞর্থক। বিষয় নির্বাচন সদর্থক দিক, বিষয় বর্জন নঞর্থক দিক। নির্বাচিত বিষয়টি মনোযোগের বিষয়, আর বর্জিত বিষয়গুলি অমনোযোগের বিষয়।

মনোযোগ

(v) মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী ও সঞ্চরণশীল। কোন বিষয়ে মনোযোগ অনেকক্ষণ ধরে থাকে না, ক্ষণকাল পরেই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয়।

(vi) মনোযোগ নূতনত্ব-সন্ধানী বা অভিনবত্ব-সন্ধানী। পুরাতন বিষয় থেকে মনোযোগ সাধারণত নূতন ও অভিনব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যটি মানুষকে আবিষ্কারধর্মী করে তুলেছে। মানুষ তার অভ্যস্ত ও পুরাতনের জগৎ পরিত্যাগ করে নূতন জগৎ আবিষ্কার করতে চায়।